ভোরের কাগজ

49

তারিখ ... JAN. 04 2000 ...
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

জাল সার্টিফিকেট থেকে সাবধান

অম্লান দেওয়ান : জাল সার্টিফিকেটের রমরমা ব্যবসা চলছে রাজধানী ঢাকাসহ সারা দেশে। ১ হাজার থেকে ৫ হাজার টাকার বিনিময়ে মিলছে বিভিন্ন বোর্ড, বিশ্ববিদ্যালয়ের সার্টিফিকেট, মার্কশিট। বিদেশে পড়াশুনা, দেশী-বিদেশী প্রতিষ্ঠানে চাকরি, বিশ্ববিদ্যালয়সহ দেশের উচ্চতর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি, অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড-কানাডায় ইমিগ্রেশনের কাজে অহরহ ব্যবহার করা হচ্ছে এসব জাল সার্টিফিকেট ও মার্কশিট। মেয়েকে সুপাত্রে বিয়ে দিতেও কোনো কোনো অভিভাবক নগদ টাকায় কিনে দিচ্ছেন বোর্ড-বিশ্ববিদ্যালয়ের সার্টিফিকেট।

ঢাকাসহ সারা দেশে গড়ে উঠেছে জাল সার্টিফিকেট-মার্কশিট তৈরির সংঘবদ্ধ চক্র। এসব চক্রের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট রয়েছেন আদালতপাড়ার দালাল, স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের এক শ্রেণীর শিক্ষক, কর্মকর্তা-কর্মচারী এবং গুটিকয় প্রেস মালিক। আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে তৈরি এসব সার্টিফিকেট দেখতে আসল সার্টিফিকেটের মতোই। সংশ্লিষ্ট দপ্তরের বিশেষ পরীক্ষা-নিরীক্ষা ছাড়া বোঝা মুশকিল এসব সার্টিফিকেট-মার্কশিট আসল না জাল।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক মোঃ হাবিবুর রহমান বলেছেন, জাল টাকাই যেখানে ছাপা হচ্ছে অহরহ, সেখানে জাল সার্টিফিকেট ছাপা না হলেইতো বিস্ময়ের ব্যাপার হতো। তিনি বলেন, যতোদিন আমাদের বিবেক দংশন না করবে, যতোদিন আমরা সচেতন না হবো, ততোদিন এসব অপকর্ম চলবে। আইনকানুন দিয়ে এসব ঠেকানো মুশকিল।

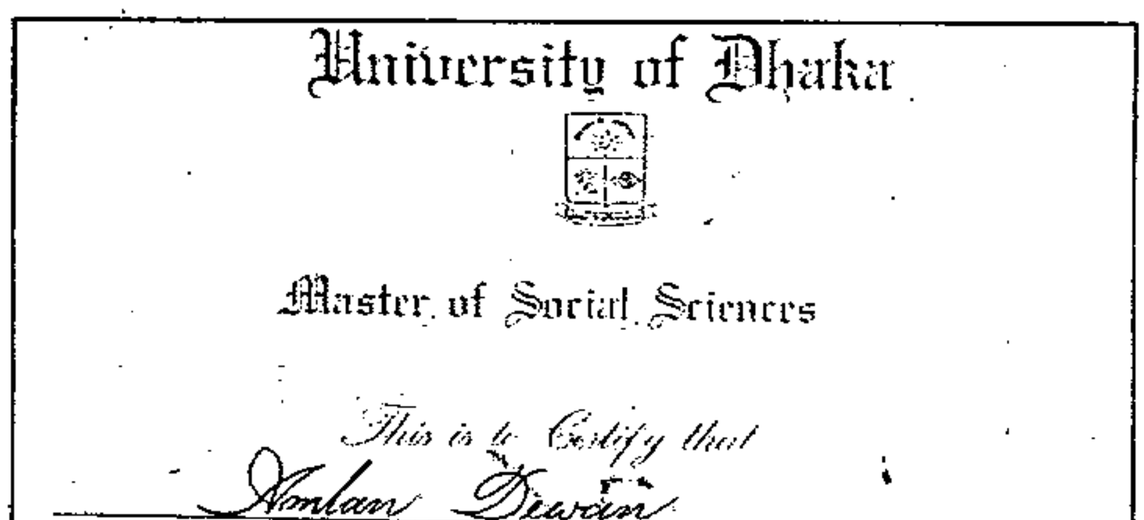

ব্যাপকহারে সার্টিফিকেট জাল হওয়ার ঘটনায় বোর্ড, বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষ উদ্বিগ্ন। বিদেশে অবস্থিত বাংলাদেশ মিশনগুলো বিব্রত। দেশে-বিদেশে দেশের উচ্চতর শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে সত্যিকার ডিগ্রিপ্রাপ্তদের ব্যাপারেও জন্ম নিচ্ছে সন্দেহ ও অবিশ্বাস।

University of Dhaka

Master of Social Sciences

This is to Certify that Amlan Dewan of H. M. Mohsin Hall obtained the Degree of Master of Social Sciences in Economics in this University at the Examination of 1996 and that he was placed in the First Class.

Administrative Building
Ramna, Dhaka
The 23rd Aug. 1999

Vice Chancellor

Controller of Examinations

মাত্র এক হাজার টাকার বিনিময়ে এই প্রতিবেদকের নামেই তৈরি হওয়া জাল সার্টিফিকেট

জাল সার্টিফিকেট নিয়ে খোঁজখবর নিতে গিয়ে দেখা গেছে, আব্দুল মালেক নামে ঢাকা বোর্ডের একজন কেরানি জাল সার্টিফিকেট তৈরির গডফাদার হিসেবে খ্যাত ছিলেন। প্রায় এক দশক তিনি দাপটের সঙ্গে জাল সার্টিফিকেট বাণিজ্য করেছেন। গত বছর দেড়েক আগে পুলিশের হাতে ধরা পড়েন তিনি। আদালতে দেওয়া জবানবন্দিতে জাল সার্টিফিকেট তৈরির অভিজ্ঞতা ও বিভিন্ন ঘটনা বর্ণনা করে সংশ্লিষ্ট মহলে হইচই ফেলে দেন। আদালতে তার দেওয়া ভাষ্য ছিল– আমি জীবনে অনেক জাল সার্টিফিকেট দিয়েছি এ কথা সত্যি, তবে আমার ছেলের সার্টিফিকেটগুলো জাল নয়। সে সত্যিই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র এবং এমএ পাস করেছে। গত কয়েক মাস আগে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে অসুস্থ অবস্থায় মারা যান আব্দুল মালেক।

আদালতপাড়ায় জাল সার্টিফিকেট সংগ্রহ করতে আসা জাহাঙ্গীর আলম নামের এক তরুণের সঙ্গে কথা হয় এ প্রতিবেদকের। জাহাঙ্গীর জানায়, তার পিতার নাম মিজানুর রহমান, বাড়ি-গাজীপুর। দালাল চক্রের মাধ্যমে জাহাঙ্গীর সংগ্রহ করেছে এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষার সার্টিফিকেট ও মার্কশিট। উভয় পরীক্ষাতেই তাকে প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ দেখানো হয়েছে। মার্কশিটে এসএসসি ও এইচএসসিতে জাহাঙ্গীরের প্রাপ্ত নম্বর উল্লেখ করা হয়েছে যথাক্রমে ৬৫৪ ও ৬৬৪।

● এরপর পৃষ্ঠা ২ কলাম ২

জাল সার্টিফিকেট থেকে সাবধান

● প্রথম পাতার পর

খিলগাঁও সরকারি উচ্চ বিদ্যালয় এবং তেজগাঁও কলেজকে তার শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসেবে উল্লেখ করা হলেও এই দুটি প্রতিষ্ঠানে জাহাঙ্গীর জীবনেও পড়াশুনা করেনি। জাহাঙ্গীর স্বীকার করেছে, গাজীপুরের একটি স্কুল থেকে তিন তিনবার এসএসসি ফেল করে এলাকার অপর এক বন্ধুর সহায়তায় সে এই পথ বেছে নেয়। উদ্দেশ্য প্রাইভেট ফার্মে চাকরি। জাহাঙ্গীর জানায়, মতিঝিলের একটি ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে করণিক পদের একটি চাকরির সবকিছু ঠিকঠাক হয়ে আছে তার। এখন সার্টিফিকেটগুলো দাখিল করলেই হয়।

পরিচয় গোপন রেখে এ প্রতিবেদক কথা বলেন, সার্টিফিকেট জাল চক্রের সদস্য মিজান, বাবু, ইদ্রিছ, আলম, শহীদ, পারভেজসহ বেশ কয়েকজনের সঙ্গে। তাদেরই দেওয়া তথ্য, ঢাকার লালবাগ, মোহাম্মদপুর, মিরপুর, উত্তরা, বনানীসহ বেশ কিছু এলাকার ভাড়া করা বাসাই হলো জাল সার্টিফিকেট-মার্কশিট তৈরির হেডকোয়ার্টার। প্রয়োজনীয় তথ্য, অগ্রিম টাকা নেওয়ার পরই শুরু হয় জাল সার্টিফিকেট-মার্কশিট তৈরির প্রক্রিয়া। 'অর্ডার' দেওয়ার দুই/তিন দিনের মধ্যেই জাল সার্টিফিকেট সরবরাহ করা হয়। কোনো কোনো ক্ষেত্রে সার্টিফিকেট তৈরিতে নির্দিষ্ট ছাপাখানা, বোর্ড বা বিশ্ববিদ্যালয়ের সার্টিফিকেট লেখক, কম্পিউটারসহ অন্যান্য আধুনিক প্রযুক্তির সাহায্য নেওয়া হয়। সার্টিফিকেট তৈরির পর একাধিক হাত ঘুরে তা এসে পৌছায় সংশ্লিষ্টদের হাতে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক ভবনের একজন উর্ধ্বতন কর্মকর্তা নাম প্রকাশ না করার শর্তে ভোরের কাগজকে বলেন, জাল সার্টিফিকেট রীতিমতো আতঙ্ক হয়ে উঠেছে। কয়েক হাজার টাকার বিনিময়ে জাল সার্টিফিকেট প্রাপ্তির খবরে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত অভিভাবকদের কেউ কেউ পড়াশুনা শেষ করা সন্তানের সার্টিফিকেট নিজের চোখে দেখেও বিশ্বাস করতে পারছেন না। তাই সার্টিফিকেটের সমস্ত তথ্য বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠিয়ে নিশ্চিত হতে চাইছেন সত্যি সত্যিই তার সন্তান পড়াশুনা শেষ করেছে কিনা। নববিবাহিত বা বিবাহে আগ্রহী তরুণদের কেউ কেউ সশরীরে এসে জানতে চাইছেন তাদের স্ত্রী বা হবু স্ত্রী সত্যি সত্যিই বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী ছিলেন কিনা!

এ ধরনের ঘটনার সত্যতা স্বীকার করেছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক মোঃ হাবিবুর রহমান। বলেছেন, দেশের স্কুল-কলেজেও জাল সার্টিফিকেট দাখিল করে শিক্ষকতার চাকরি নিচ্ছেন অনেকে। চ্যালেঞ্জ ও পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর ধরাও পড়ছেন কেউ কেউ। অনেকে হারাচ্ছেন তাদের চাকরি।

প্রশাসনিক ভবনের অপর একজন কর্মকর্তা মন্তব্য করেছেন, মেয়েকে সুপাত্রে পাত্রস্থ করতে অনেকে সংগ্রহ করছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের সনদ। জীবনে পড়েনি রবীন্দ্রনাথ একছত্রও কিংবা মানিক বন্দোপাধ্যায়ের নাম শোনেনি এমন মেয়েও পেয়ে যাচ্ছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের এমএ ডিগ্রি।

প্রতিবেদন তৈরির স্বার্থে নমুনা হিসেবে একটি জাল সার্টিফিকেট সংগ্রহের উদ্দেশ্যে আদালতপাড়ায় যোগাযোগ করা হয় মিজান নামের জনৈক তরুণের সঙ্গে। চাহিদার কথা জানালো মিজান, এজন্য লাগবে ২ হাজার ২০০ টাকা। অগ্রিম হিসেবে ১ হাজার টাকা দেওয়ার দু'দিন পর মিজান প্রদান করা হয়। পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক প্রতিবেদকের সামনেই পৃথক একটি কাগজে ছাপ দেন। দেখা যায়, মূল কমনসিলের ছাপটি নকলটির চেয়ে হাল্কা।

হাবিবুর রহমান স্বীকার করেছেন তার নামে করা স্বাক্ষরটি হুবহু তার স্বাক্ষরের মতো; তবে এতে সামান্য গরমিল রয়েছে। তিনি বলেন, সাধারণভাবে সার্টিফিকেট দেখলে বোঝার উপায় নেই এটি নকল।

পরীক্ষা নিয়ন্ত্রকের কক্ষে উপস্থিত অন্যান্য দায়িত্বশীল কর্মকর্তা জাল সার্টিফিকেটটি পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে সিদ্ধান্তে আসেন এটির কাগজ মূল সার্টিফিকেটের কাগজের তুলনায় বেশি পিচ্ছিল। এতে দাড়িসহ ছাগলের জলছাপটি নেই।

সার্টিফিকেটটির সার্বিক দিক পরীক্ষা-নিরীক্ষাকারী হিসেবে জাল সার্টিফিকেটটির পেছনে ফজলুল হক ভুঁইয়ার স্বাক্ষর ও সিল ছিল। এ ব্যাপারে তার ভাষ্য, আমার স্বাক্ষরকেই অত্যন্ত সূক্ষ্মভাবে নকল করা হয়েছে।

জাল সার্টিফিকেট তৈরির সত্যতা স্বীকার করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার মুহম্মদ সেলিম বলেছেন, প্রায় প্রতি সপ্তাহে বেশ কয়েকটি সার্টিফিকেট-মার্কশিট ভেরিফিকেশনের জন্য আমাদের কাছে আসে। বিভিন্ন ব্যাংক, দূতাবাস এবং প্রাইভেট ফার্ম থেকেই সাধারণত এসব ভেরিফিকেশন চাওয়া হয় বলে তিনি তথ্য দেন। মুহম্মদ সেলিম বলেন, আমরা কোথাও সাধারণত মূল সার্টিফিকেট চাই না বা দিই না। সে সুযোগটাকে কাজে লাগিয়ে জাল সার্টিফিকেটের ফটোকপি সত্যায়িত করে জমা দেওয়া হয়। তার দেওয়া তথ্য,